BANAN SANSKAR

AHBNG-305-SEC-1/ AHBNG-404-SEC-2

বানানের সঙ্গতিবিধান

BY

Dr. SOUMYABRATA BANDOPADHAYA

ASSISTANT PROFESSOR

DEPT. OF BENGALI

SALTORA NETAJI CENTENARY COLLEGE

BANKURA UNIVERSITY

“এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে।”

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“বাঙ্গালা বানান সমস্যা যে বাস্তবিকই একটা সমস্যা একথা যখন সকলেই বুঝিতে পারিবেন তখন দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট বানান প্রণালীর চাহিদা আপনা হইতেই দেখা যাইবে। অর্থনীতির নিয়মে অভাব দেখাইয়া দিয়া তাহা পূরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।”

–বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

“এমন নিয়ম রচনা অসম্ভব যার সমস্তটা সকলেই খুশি হয়ে মেনে নিতে পারেন, অথচ বাংলা বানানের নিয়ম-বন্ধনের প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে যাঁরা বানান নির্ধারিত করবেন তাঁদের কর্তব্য—যথাসম্ভব সুসংগত ও সুসাধ্য নিয়ম রচনা। যাঁরা সমালোচনা করবেন তাঁদের কর্তব্য —বিষয়টি নানা দিক দিয়ে দেখে সমগ্রভাবে বিচার করে মত প্রকাশ করা।”

—রাজশেখর বসু

বানান সংস্কারের উদ্দেশ্য-

ভাষার আদর্শায়ন
বা
স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন

বাংলা ভাষায় বানান সংস্কারের মধ্য দিয়ে মান্য চলিত বাংলার লেখ্য রূপটির আদর্শায়ন বা সমতাবিধান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাচীনকালের পুঁথিপত্রে বাংলা বানান সমস্যার অন্যতম কারণগুলি হল–

১) বাংলা বর্ণমালার প্রামাণ্য হরফ বা লিপি না থাকা।

২) লিপিকরের অজ্ঞতা এবং অসাবধানতা

৩) হাতের লেখার ধরন বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম

৪) পুঁথিতে অতিরিক্ত অলংকরণ প্রবণতা

ছাপার হরফে বানানের সমতা বজায় না থাকার কারণগুলি হল –

১) বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন বর্ণ.বিশেষত যুক্তব্যঞ্জনগুলি অধিকাংশ বাংলা সফটওয়্যারে সাপোর্ট না করা।

২) আধুনিক বাংলা বানান বিধি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং অসচেতনতা।

৩) প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে যত্নশীল না হওয়া।

৪) উদাসীনভাবে বইপত্রে কিংবা বিজ্ঞাপনে ভুরি ভুরি ভুল বানান ছাপা।

বাংলা ভাষায় বানান সমস্যার কথা মাথায় রেখে
বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভাষাবিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন
–
"বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর নেই, ঞ নেই, মূর্ধন্য ণ নেই, য নেই, ষ নেই, ম-ফলা, য-ফলা একেবারেই সংস্কৃতের মতো উচ্চারিত হয় না, বিসর্গও না। বাংলা ভাষার নিজস্ব উচ্চারণের এইসব ধর্ম লক্ষ করেই প্রশ্ন তোলা হল–সংস্কৃত থেকে সাক্ষাৎভাবে নেওয়া তৎসম শব্দগুলিকে না হয় ছেড়ে দিলাম, বাকি সব শব্দে এত দীর্ঘ-ঈকার ঊ-কার, ণ, য, ষ, ক্ষ লিখব কেন? তৎসম শব্দগুলি যেমন লেখা হচ্ছে হোক, বাকি সব শব্দে
আমরা বাংলার উচ্চারণপ্রকৃতি মেনে বানান লিখব।"

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করার জন্য ১৯৩৫ সালে একটি সমিতি গঠন করে।

১৯৩৬ সালে এই সমিতি বাংলা বানানের নিয়ম বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করে।

১৯৩৭ সালে সেই পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণ সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরেকটি বানান সংস্কার সমিতি গঠন করে। সেই সমিতিও কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি।

পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালনাধীন 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি' বানান সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং এপ্রিল ১৯৯৭ এ প্রকাশিত হয় 'আকাদেমি বানান অভিধান'।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত আকাদেমি বানান অভিধান নির্মাণ করেন—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরি, জ্যোতিভূষণ চাকি, নির্মল দাশ, বিজিতকুমার দত্ত, সুভাষ ভট্টাচার্য, সৌরীন ভট্টাচার্য, অশোক মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত, সুবোধরঞ্জন রায়, প্রসূন দত্ত, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী, সুবোধ চৌধুরী, ভবতোষ দত্তের মতো মনীষী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবি এবং বাংলাদেশের একাধিক ভাষাবিদ।

আকাদেমি বানান অভিধান

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

আকাদেমি বানান অভিধান

মান্যতার এলাকা প্রতিদিন বেড়ে চলেছে

বানানরীতি নিয়ে আলোচনা ও তর্কবিতর্কের সূচনা বিশ শতকের গোড়ায়। তারপর এক শতক জুড়ে নানামুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে হেঁটেছে বাংলা বানান। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এইসব প্রবণতার মধ্যে থেকে বাংলা বানানের ধারাবাহিক চিন্তা ও বিবেচনার যে মূলস্রোত তাকেই গ্রহণ করেছে এবং তাকেই সকলের কাছে আর-একটু স্বচ্ছ ও সমঞ্জস করে সকলের দরজায় পৌঁছে দেবার সংকল্প নিয়েছে। বহু বিদ্বজ্জন ও কবি-সাহিত্যিকের সম্মিলিত মতামত, দীর্ঘকালীন চর্চাসঞ্জাত সিদ্ধান্তের ফসল এই বানান অভিধান। বানানের অভিধান আরও আছে, কিন্তু এটিই একমাত্র অভিধান যা একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিধির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

অধিকতর সংখ্যায় ব্যক্তিপাঠক এবং প্রকাশকবন্ধু ও পত্রপত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী তাঁদের ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মিত প্রয়োজনে এই গ্রন্থকেই নির্বাচিত করেছেন। সেইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাসংসদ এবং ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ এই সময়ের বিদ্যার্থীদের জন্য আকাদেমি বানান অভিধান ও গৃহীত বানানবিধিকে আবশ্যক ব্যবহার্য হিসাবে ঘোষণা করেছে।

বাংলার সৃজনমূলক ও কর্মমূলক প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ অভিধান নিত্যসঙ্গী।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
বানান অভিধান নির্মাণ করে
বাংলা শব্দভাণ্ডারে অবস্থিত তৎসম
এবং অ-তৎসম শব্দগুলির মধ্যে
যুক্তিযুক্তভাবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে
বানানের সংগতি বিধান চেয়েছে।

বাংলা বানানের সংগতি সাধনের মধ্য দিয়ে বানান ভুলের সমস্যা বর্তমানে অনেকাংশে কমেছে।

শব্দের বানান মনে রাখার ক্ষেত্রে শিশু শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয়েছে। বিশেষত যুক্তব্যঞ্জন এর আলাদা চিহ্ন মনে রাখার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে।

বানান সংগতির প্রয়োজনীয়তা
বুঝে নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আমরা
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি নির্ধারিত
বাংলা বানানের নিয়মাবলী সম্পর্কে
আলোচনা করব।

ধন্যবাদ